মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন, ২০১৯

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd; arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী
ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সমন্বয়কারী
মাহফুজা আকতার
মহাব্যবস্থাপক

সদস্য
মুহঃ গোলাম মওলা
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ মাসুদুর রহমান
সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০১৯)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে আলোচ্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৯২ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে যার বিপরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১২.১৭ শতাংশ। তবে, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা পরিবর্তন করে ১৬.৫০ শতাংশ ধরা হয় যার বিপরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১১.২৯ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্ব সীমা ৫.৬০ শতাংশ এর বিপরীতে জুন'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৮ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৪৮ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ রপ্তানি আয়ে হ্রাস পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ১০০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে ডলারের বিপরীতে টাকার ০.৩০ ভাগ অবচিতি ঘটায় এবং তা রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১১৬৮৫.৮০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২১৯৬.১০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ১.১৪ শতাংশ ও ৫.৯০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত এবং তলবি আমানত যথাক্রমে ৩.২১ শতাংশ এবং ১১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ৬.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.০২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ (জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৮৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৯.২৪ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

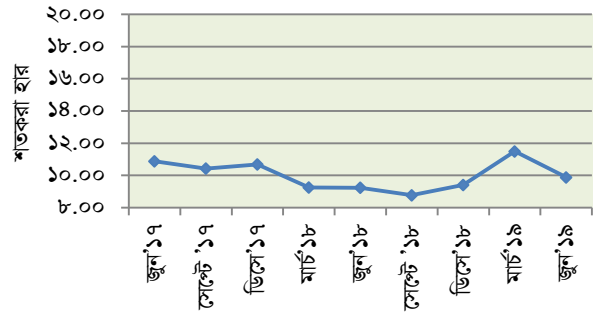

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

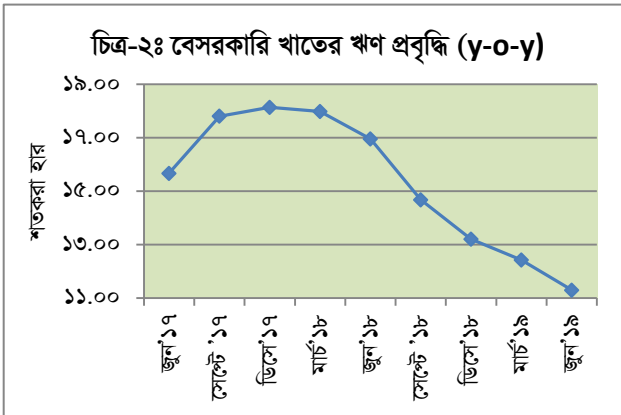

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০৯৬২.৬০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪৫৯.৩২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১.৪৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ (জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.১৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের

ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ২১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৫.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৮.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ০.৮০ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.১৭ শতাংশ এবং ৪.১৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১১.২৯ শতাংশ যা জুন ২০১৮ শেষে ছিল ১৬.৯৪ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ জুন ২০১৮ শেষের ৮৮.৮৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৮৮.১৪ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭২৫.৬৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১.৮০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ২.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা জুন ২০১৮ শেষে ০.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২২৫০.৯০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৬১.৮৮ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৪.০৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১০.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

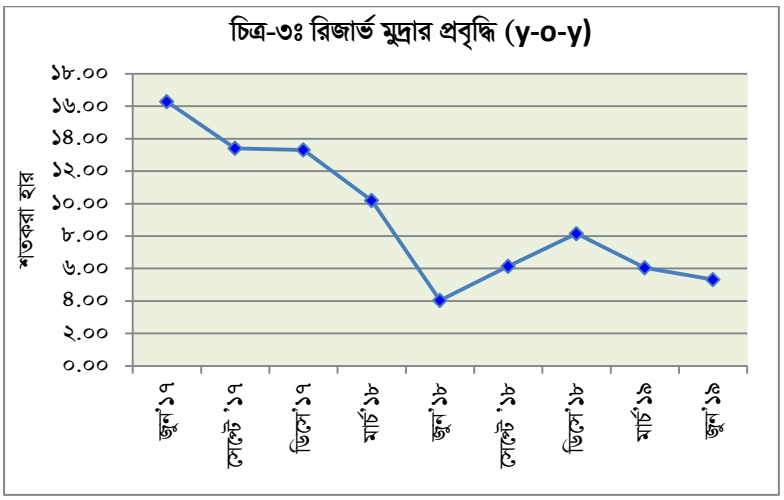

আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ২৬৩.০১ বিলিয়ন টাকা থেকে ৫৭.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে (-) ১১১.৭৫ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৭৩.৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৬৫.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৪৪.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ (জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৩৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৭৩.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৯ (জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.৩২ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.০৪ শতাংশ (চিত্র-৩)।

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। জুন'১৯ শেষে বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৯ শেষের ৫.৪৮ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৯ শেষের ৫.৭৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫১ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৯ শেষের ৫.০৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪২ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৯ শেষের ৫.৫৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫২ শতাংশ।

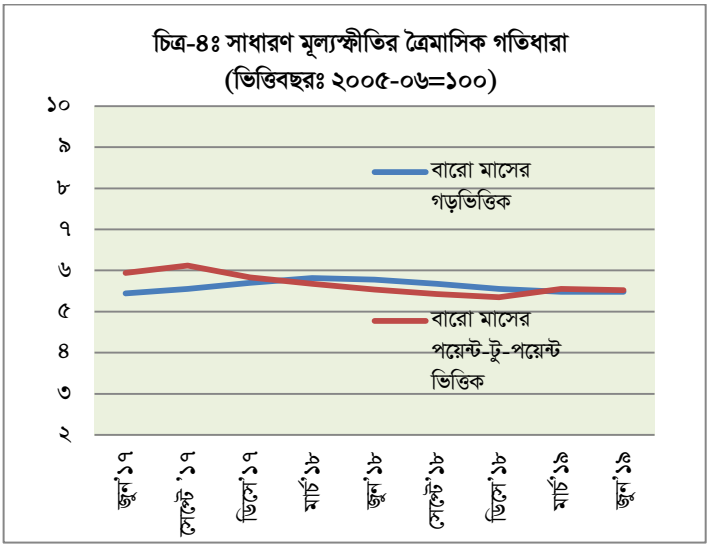

তারল্য পরিস্থিতিঃ জুন ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭৯.৪৪ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৫৬০.৪৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৮.৪৬ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৫৮৭.৩৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৫.৭৭ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৩১.৬৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.৭৮ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০৫৪.১৬ বিলিয়ন টাকা।

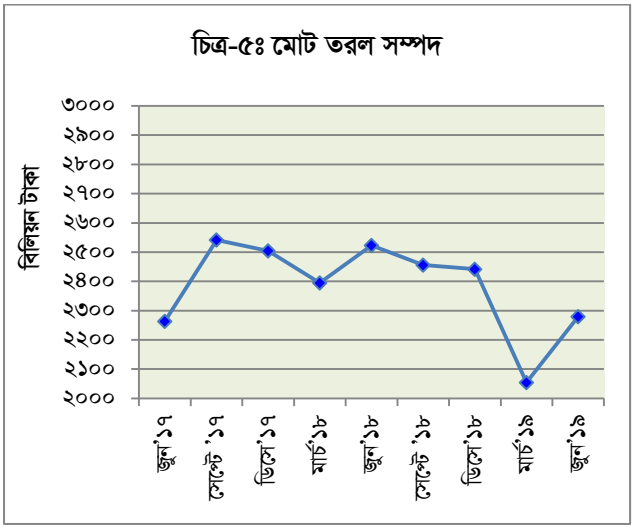

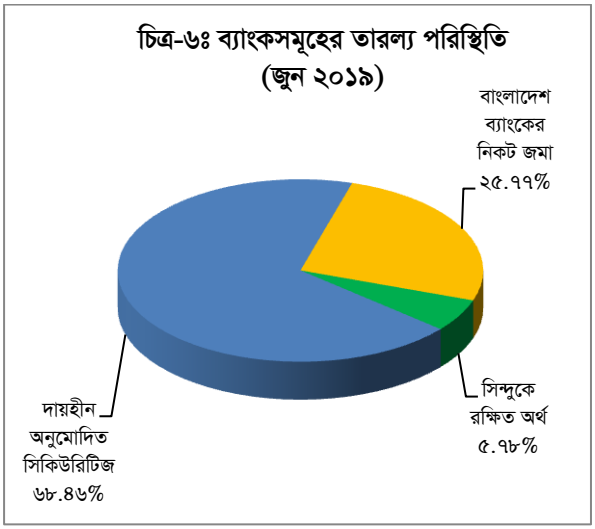

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানিঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৩.২৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২৯৩৪.৬৫ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৩৩০.০৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৯৫.৪০ বিলিয়ন টাকা বা ১১.৮৭ শতাংশ কম।

রেপোঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৫০০৬৮.১৩ কোটি টাকার ২৬৫টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ১৮৪৫২.৪০ কোটি টাকার ৯৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.০০ থেকে ৯.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৩২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ২১১৯৫.৮০ কোটি টাকার ১৪০টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৯১৮৭.৬৪কোটি টাকার ৬১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ১৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি, ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি এবং ৯১, ১৮২ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৩৮৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৭০.৭৩ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ১২০৭টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ২১৩.২৩ বিলিয়ন টাকার ৪১৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৭.৩৬ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৯৬ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১৭৪.৭৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) মোট ১৭৯.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৪০৬.১১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৪০.১০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৪.৫০ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৭৮.২৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৮.৯০ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.৯৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭.৩১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ২.০৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪৯ শতাংশ। এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ০.৭৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৮৩ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩৮৮.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ২১৮.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ জুন, ২০১৯) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের

স্থিতি ২৮৪.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৭০.০০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৪.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৬৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮৫.০০ বিলিয়ন টাকা বেশি।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ২-বছর ও ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টিসহ মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১২০.৭৫ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১৭.৭৮ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৬৮৯টি দরপত্রের মধ্যে ৮৩.৬৮ বিলিয়ন টাকার ৩৩০টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৮.৪৩ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৬৯.৩০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৭.০৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ৩০.৭০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) মোট ৭৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮২.৫৬ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৫৮.৮৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১৭.১৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৫.৮২৭০ শতাংশ থেকে ৯.০৮৪৯ শতাংশ এবং ৫.৪০০০ শতাংশ থেকে ৯.২৯০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৫২.৮৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) শেষের স্থিতির তুলনায় ৯০.০০ বিলিয়ন টাকা (৬.১৫ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯৮.৬৫ বিলিয়ন টাকা (১৪.৬৭ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ৫.০০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ০১টি দরপত্র পাওয়া গেলেও তা গৃহীত হয়নি। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় জুন, ২০১৯ শেষে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) ১১.২৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৩.২৫ বিলিয়ন টাকার ৩টি দরপত্র গৃহীত হয়।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ০৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ২.৪০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ৩টি দরপত্র পাওয়া যায় কিন্তু কোন দরপত্র গৃহীত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) ৫.৮০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ০৭টি দরপত্র পাওয়া যায় কিন্তু কোন দরপত্র গৃহীত হয়নি। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় জুন, ২০১৯ শেষে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) ন্যায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকেও (এপ্রিল-জুন, ২০১৯) ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ জুন ২০১৯ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৩ শতাংশ। মার্চ ২০১৯ এবং জুন ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৩৫ শতাংশ ও ৫.৫০ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৫৮ শতাংশ। মার্চ ২০১৯ এবং জুন ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৫০ শতাংশ ও ৯.৯৫ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) ৪.১৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

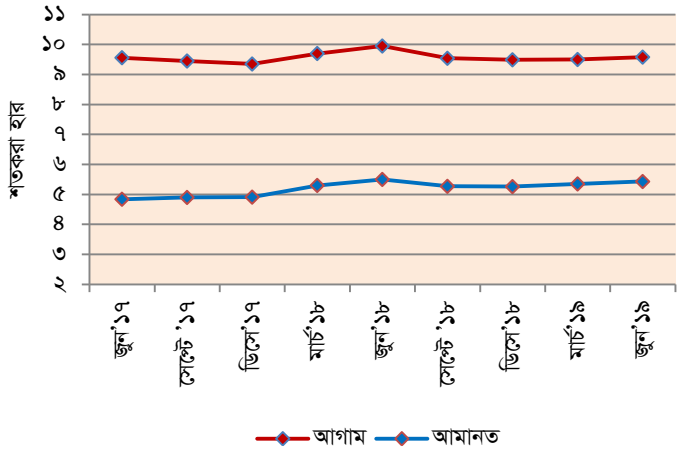

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ জুন ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মার্চ ২০১৯ শেষের ৮৪.২৫ টাকা থেকে শতকরা ০.৩০ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৫০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। জুন ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.৯৫ ভাগ অবচিতি হয়। জুন ২০১৮ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৩.৭০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৭৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

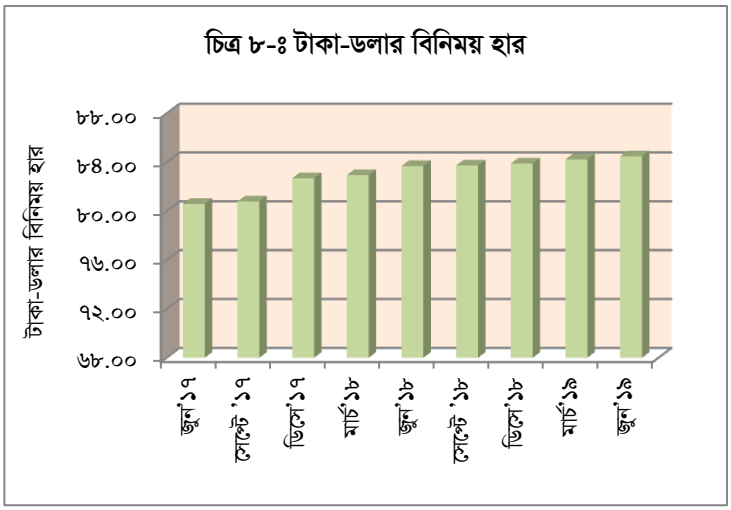

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর শেষের ১০৬.৯২ থেকে ১.০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০৫.৭৯ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৩০ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৫১ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.১২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৭০ শতাংশ হ্রাস পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.১০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৬৭[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫০৩৫[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এপ্রিল-জুন, ২০১৯ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৩০৮০[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০৪[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২০৯[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভঃ জুন, ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৭১৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.২৭ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, জুন, ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২৯৪৩.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৫৪ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৭৭৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

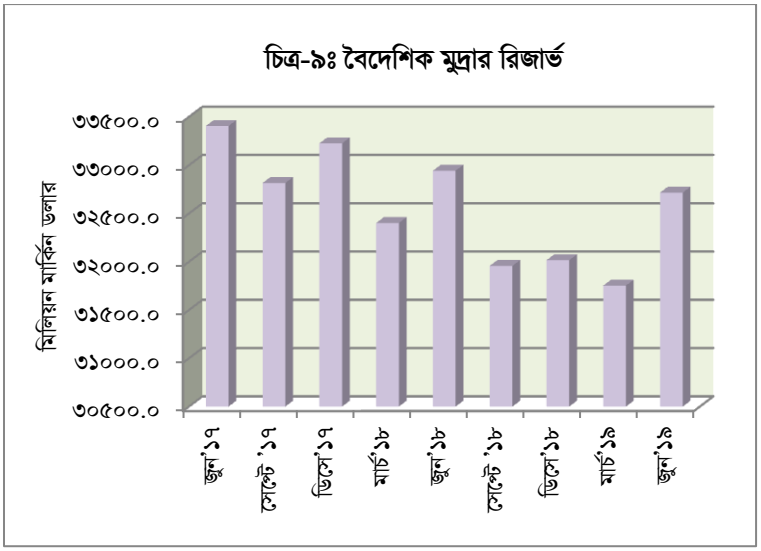

এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

এপ্রিল-জুন, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস)-এর সুশৃঙ্খল ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে গ্রাহক কর্তৃক তাঁর ব্যক্তি মোবাইল হিসাবে দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ বার সর্বসাকুল্যে ৩০,০০০ টাকা ও মাসিক সর্বোচ্চ ২৫ বার সর্বসাকুল্যে ২,০০,০০০ টাকা ক্যাশ-ইন এবং দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ বার সর্বসাকুল্যে ২৫,০০০ টাকা ও মাসিক সর্বোচ্চ ২০ বার সর্বসাকুল্যে ১,৫০,০০০ টাকা ক্যাশ-আউট করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা স্থিতি রাখতে পারবেন। এছাড়াও, কোন মোবাইল হিসাবে ৫০০০টাকা এবং তদূর্ধ্ব নগদ অর্থ জমা বা উত্তোলন করার ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক তাঁর পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড বা তার ফটোকপি এজেন্টকে প্রদর্শন করতে হবে এবং এজেন্ট গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাট খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ করে কৃষকদের নিকট থেকে পাট ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৪ সালে ০৫ বছর পর্যন্ত নবায়ন অথবা আবর্তনযোগ্য (Revolving) অনধিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme) গঠন করা হয়। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের (Refinance Scheme) পরিমাণ আরও ১০০ (একশত) কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকায় উন্নীত এবং তহবিলটির মেয়াদ পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ব্যাংক হারে (Bank Rate) এ অর্থ গ্রহণ এবং সর্বোচ্চ ৮শতাংশ সুদ হারে প্রতি ষান্মাসিকে সুদাসলের একটি নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ/সমন্বিত হওয়া সাপেক্ষে পাটকল/পাট রপ্তানিকারকদের ঋণ প্রদান করবে।
- পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকির আবেদনপত্রের সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পরিবর্তে বর্তমানে Bangladesh Charcoal Manufacturers & Exporters Association (BCMEA) এর সনদপত্র দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বহিঃমুখী রেমিট্যান্স প্রেরণ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদানকৃত অনুমোদনের মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ হতে ৩০ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ দিনে উন্নীত করা হয়েছে।
- রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে নগদ সহায়তা পরিশোধের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস এন্ড পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ) এর সদস্যদের অনুকূলে উৎপাদন সনদপত্র ইস্যুর ক্ষমতা পুনঃবহাল করা হয়েছে। এতদ্‌বিষয়ে বস্ত্র খাতে নগদ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিটিএমএ এর সদস্য মিল হতে সুতা সংগ্রহ বিষয়ক নির্দেশনা যথারীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০১৯

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০১৯	২০১৯	২০১৮	২০১৮	২০১৮	২০১৭	মার্চ'১৯ এর	ডিসেম্বর'১৮ এর	মার্চ'১৮ এর	জুন' ১৮ এর	জুন' ১৭ এর
							তুলনায় জুন'১৯	তুলনায় মার্চ'১৯	তুলনায় জুন'১৮	তুলনায় জুন' ১৯	তুলনায় জুন' ১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭২৫.৬৭	২৬৯৪.৭৩	২৬৪৭.০০	২৬৪৬.৭৪	২৬৩০.৭১	২৬৬৬.৯৭	৩০.৯৪	৪৭.৭৩	১৬.০৩	৭৮.৯৩	-২০.২৩
							(১.১৫)	(১.৮০)	(০.৬১)	(২.৯৮)	-(০.৭৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৯৪৭০.৪৩	৮৯৯১.০৭	৮৯০৬.৬১	৮৪৫৩.০৭	৭৮৫০.৪২	৭৪৯৩.৮০	৪৭৯.৩৬	৮৪.৪৬	৬০২.৬৫	১০১৭.৩৬	৯৫৯.২৭
							(৫.৩৩)	(০.৯৫)	(৭.৬৮)	(১২.০৪)	(১২.৮০)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১১৪৫৯.৩২**	**১০৯৬২.৬০**	**১০৮০৩.৫০**	**১০২১৬.২৭**	**৯৬৪২.০৬**	**৮৯০৬.৭১**	৪৯৬.৭২	১৫৯.১০	৫৭৪.২১	১২৪৩.০৫	১৩০৯.৫৬
							(৪.৫৩)	(১.৪৭)	(৫.৯৬)	(১২.১৭)	(১৪.৭০)
i) সরকারি খাত (নীট)	১১২০.৭৪	৯২৫.১২	৯৮১.৫২	৯৪৮.৯৫	৭৪৫.৭৬	৯৭৩.৩৪	১৯৫.৬২	-৫৬.৪০	২০৩.১৯	১৭১.৭৯	-২৪.৩৯
							(২১.১৫)	-(৫.৭৫)	(২৭.২৫)	(১৮.১০)	-(২.৫১)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	২৩৮.৭০	২৪০.৬২	২৩৩.৪৭	১৯২.০০	১৮১.৯৮	১৭২.৮০	-১.৯২	৭.১৫	১০.০২	৪৬.৭০	১৯.২০
							-(০.৮০)	(৩.০৬)	(৫.৫১)	(২৪.৩২)	(১১.১১)
iii) বেসরকারি খাত	১০০৯৯.৮৮	৯৭৯৬.৮৬	৯৫৮৮.৫১	৯০৭৫.৩২	৮৭১৪.৩২	৭৭৬০.৫৭	৩০৩.০২	২০৮.৩৫	৩৬১.০০	১০২৪.৫৬	১৩১৪.৭৫
							(৩.০৯)	(২.১৭)	(৪.১৪)	(১১.২৯)	(১৬.৯৪)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৯৮৮.৮৯	-১৯৭১.৫৩	-১৮৯৬.৮৯	-১৭৬৩.২০	-১৭৯১.৬৪	-১৪১২.৯১	-১৭.৩৬	-৭৪.৬৪	২৮.৪৪	-২২৫.৬৯	-৩৫০.২৯
							(০.৮৮)	(৩.৯৩)	-(১.৫৯)	(১২.৮০)	(২৪.৭৯)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১২১৯৬.১০**	**১১৬৮৫.৮০**	**১১৫৫৩.৬১**	**১১০৯৯.৮১**	**১০৪৮১.১৩**	**১০১৬০.৭৭**	৫১০.৩০	১৩২.১৯	৬১৮.৬৮	১০৯৬.২৯	৯৩৯.০৪
							(৪.৩৭)	(১.১৪)	(৫.৯০)	(৯.৮৮)	(৯.২৪)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৭৩২.৯৪	২৫১৭.১৩	২৫৫৪.৫৬	২৫৪৮.৯৪	২২৫২.৭২	২৪০০.৭৮	২১৫.৮১	-৩৭.৪৩	২৯৬.২২	১৮৪.০০	১৪৮.১৬
							(৮.৫৭)	-(১.৪৭)	(১৩.১৫)	(৭.২২)	(৬.১৭)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৫৪২.৮৭	১৪৪৬.৪৭	১৪৪৬.৭৯	১৪০৯.১৮	১২২১.৩৩	১৩৭৫.৩২	৯৬.৪০	-০.৩২	১৮৭.৮৫	১৩৩.৬৯	৩৩.৮৬
							(৬.৬৬)	-(০.০২)	(১৫.৩৮)	(৯.৪৯)	(২.৪৬)
ii) তলবি আমানত	১১৯০.০৭	১০৭০.৬৬	১১০৭.৭৭	১১৩৯.৭৬	৯৭১.৩৯	১০২৫.৪৭	১১৯.৪১	-৩৭.১১	১৬৮.৩৭	৫০.৩১	১১৪.২৯
							(১১.১৫)	-(৩.৩৫)	(১৭.৩৩)	(৪.৪১)	(১১.১৫)
খ) মেয়াদি আমানত	৯৪৬৩.১৬	৯১৬৮.৬৭	৮৯৯৯.০৫	৮৫৫০.৮৭	৮২৮৮.৪১	৭৭৫৯.৯৮	২৯৪.৪৯	১৬৯.৬২	২৬২.৪৬	৯১২.২৯	৭৯০.৮৯
							(৩.২১)	(১.৮৮)	(৩.১৭)	(১০.৬৭)	(১০.১৯)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৪৬১.৮৮	২২৫০.৯০	২৩৪৬.৫৮	২৩৩৭.৪৩	২১২২.৫০	২২৪৬.৫৯	২১০.৯৮	-৯৫.৬৮	২১৪.৯৩	১২৪.৪৫	৯০.৮৪
							(৯.৩৭)	-(৪.০৮)	(১০.১৩)	(৫.৩২)	(৪.০৪)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৭৩.৬৩	২৫১৩.৯১	২৪৭৬.৯২	২৫৩৫.১০	২৫২৯.০৬	২৫২০.২৭	৫৯.৭২	৩৬.৯৯	৬.০৪	৩৮.৫৩	১৪.৮৩
							(২.৩৮)	(১.৪৯)	(০.২৪)	(১.৫২)	(০.৫৯)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১১১.৭৫	-২৬৩.০১	-১৩০.৩৪	-১৯৭.৬৭	-৪০৬.৫৬	-২৭৩.৬৮	১৫১.২৬	-১৩২.৬৭	২০৮.৮৯	৮৫.৯২	৭৬.০১
							-(৫৭.৫১)	(১০১.৭৯)	-(৫১.৩৮)	-(৪৩.৪৭)	-(২৭.৭৭)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৩১১.৮৯	১১৭.৬১	২১০.৬৭	২২৫.৭২	১০০.৬৮	১২৯.৭৮	১৯৪.২৮	-৯৩.০৬	১২৫.০৪	৮৬.১৭	৯৫.৯৪
সরকারি খাতে নীট ঋণ							(১৬৫.১৯)	-(৪৪.১৭)	(১২৪.২০)	(৩৮.১৮)	(৭৩.৯৩)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২৫৩৮.৪৬	৩১৭৫৩.২৯	৩২০১৬.৩০	৩২৯৪৩.৪৬	৩২৪০৩.১৫	৩৩৪৯২.৯৫					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)	২২৭৯.৪৪	২০৫৪.১৬	২৪৪১.৬৬	২৫২৩.২৭	২৩৯৪.৯৫	২২৬৩.৫২					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৫০	৮৪.২৫	৮৩.৯০	৮৩.৭৫	৮২.৯৬	৮০.৬০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৫.৭৯*	১০৬.৯২	১০৭.৫৬	১০০.৭০	৯৯.২৪	১০২.৪৩					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৫৫	৫.৭৮	৫.৮২	৫.৪৪					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।